দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 22 MAR 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩.....

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিশু জরিপ প্রসঙ্গে

শিশুদের লেখাপড়ার ব্যাপারে সরকার একই চিন্তা করেন, যে খোয়াবে যা দেখেন তাই কার্যকর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যেমন খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা।

মাননীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আপনারা কি কখনো ওই শিশুদের কথা ভাবেন? মোটেও ভাবেন না। কারণ ভাবলে, নিত্য নতুন উটকো ঝামেলা সহজ সরল শিক্ষকদের ঘাড়ে চাপাতেন না।

শিশু ও পায়খানা জরিপ করার জন্য কি দেশে আর লোক নেই। কাজটা কি বেকার যুবকদের দ্বারা করানো যেত না? কাজটা কি সমাজকল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মচারী দ্বারা করা যেত না? এই শিক্ষকদের দ্বারা জরিপ করার ফলে কত লাখ শিশুর পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে তা কখনো ভেবে দেখেছেন?

আপনারা ভালভাবেই জানেন ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে বাচ্চাদের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করি, তারপর আপনারা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হুকুম জারি করেন শিক্ষা পক্ষ পালন করার জন্য। শিক্ষা পক্ষ কতটুকু হয়, কি রকম টাকা অনুমোদন করা হয়, কি রকম নিম্নমানের পুরস্কার দেয়া হয় কখনো খোঁজ-খবর নিয়েছেন?

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে, নতুন বই দেয়া ও নতুন শিশু ভর্তি আরম্ভ হয়। আর শেষ সপ্তাহে, স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে রমজানের ছুটি, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে স্কুল খোলার পর আপনারা শিক্ষকদের শিশু জরিপ করতে পাঠাচ্ছেন, এই মুহূর্তে কোন স্কুলে গেলে দেখবেন, চৈত্রের কাঠফাটা রোদে, শিশুরা ক্লাসের বাইরে ছোটাছুটি করছে, আইসক্রিম ও আজেবাজে জিনিস খাচ্ছে, এই সময় বাইরের আজেবাজে জিনিস খেলে কি হয় আপনারা জানেন না? এরপর শোনা যাচ্ছে এপ্রিল মাসে ভোটার লিস্ট তৈরি করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ করতেছেন।

আমার স্কুল ১৯৮৬ সালে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে থানা পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। আমার স্কুলের হেডমাস্টার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমার স্কুল থেকে প্রতি বছর ২-৩-৪ জন করে ছেলেমেয়েরা বৃত্তি পায়। অতএব বছরের ৪টা মাস যদি এভাবে নষ্ট তা হলে কিভাবে একাডেমিক সেশন শেষ করবো। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষকরা কিভাবে তিনটা পরীক্ষা নেবেন, খাতাপত্র দেখবেন ও মার্কসিট দেবেন। পরিণামে আমার বাচ্চারা কি বড়লোকী স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকতে পারবে? এটা কি এক রকম দমন নীতি নয়? সামান্য কয়টা পয়সা দেন বলে কি যে রকম ইচ্ছা সেভাবে শিক্ষকদের নাচাবেন? তাহলে স্কুলের সভাপতি হিসেবে আমাদের ভূমিকা কি? দয়া করে বলবেন কি?

এম, এ জলিল খান, সভাপতি
রামকৃষ্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মুন্সীপাড়া, সৈয়দপুর
নীলফামারী।